যায়যায়দিন

তারিখ 16 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

আইইউবির কনভোকেশনে রাষ্ট্রপতি

দরিদ্র মেধাবীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির আহ্বান

যাযাদি রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল ফির কারণে অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তানই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তাই দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। গতকাল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) কনভোকেশনে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিযোগিতাপূর্ণ সময়ে প্রত্যেককে জ্ঞান আর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। এজন্য তিনি সবাইকে যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার কথা বলেন। দেশের সমৃদ্ধির জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার তাগিদও দেন তিনি।

অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেন, প্রতিবছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে পরিমাণ গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে সে অনুযায়ী তাদের চাকরির মার্কেট সৃষ্টি হচ্ছে না। তিনি চাকরির ক্ষেত্র বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষার মানসম্মত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। এক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার কোয়ালিটি নিশ্চিত করতে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

কনভোকেশনে বিশেষ অতিথি শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান পৃ ১৫ ›› ক ৫

দরিদ্র মেধাবীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সমাবর্তনের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, পড়াশোনা শেষ করে যে যেখানেই কাজ করো কখনো সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ভুলে যাবে না।

অনুষ্ঠানে আইইউবির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক বজলুল মোবিন চৌধুরী বলেন, আমাদের লক্ষ্য শিক্ষার এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে কেবল শিক্ষাই নয়, বরং মানবীয় আদর্শগুলোরও বিস্তার ঘটে।

কনভোকেশন স্পিকার সৌদি আরবের কিং সৌদ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক চার্লস এল কোগ্যাল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, কাজের ক্ষেত্রে কেউ কখনো অন্যের ওপর নির্ভরশীল হবে না। তিনি কর্মক্ষেত্রে সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কনভোকেশনে সর্বোচ্চ স্কোরপ্রাপ্ত চার শিক্ষার্থী এইচ এম নিয়াজ রাব্বি, মাইদুল আলম চাকলাদার, আফরোজা সুলতানা ও রুবাইয়াৎ খানকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি। কনভোকেশনে ৫৪৭ শিক্ষার্থী অংশ নেয়।